তারিখ ... 6 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ১২ কলাম - ৩

সংবাদ

৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

জামায়াত-শিবির চক্রের কাছে জিম্মি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

আজ রোববার ৬ জুলাই উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিশিষ্ট আইনবিদ, মাদার বখশের প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সালের এই দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার আধার হিসেবেই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ক্যাম্পাস স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির চক্রের হাতে কার্যত জিম্মি হয়ে পড়েছে।

গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে রাবিতে দুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপক খুন হন। কিন্তু প্রকৃত খুনিরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত পুরো ক্যাম্পাস। অধ্যাপক তাহের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামি ছাত্রশিবিরের রাবি শাখার সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম

জিম্মি : পৃঃ ২ কঃ ৬

জিম্মি : বিশ্ববিদ্যালয়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সালেহী 'রহস্যজনকভাবে' খালাস পাওয়ার পর রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এখানকার প্রগতিশীল শিক্ষকরা।

শিক্ষকরা জানান, শিবির নেতা সালেহী ছাড়া পাওয়ায় প্রগতিশীল যে কারও জীবন যে কোন সময় বিপন্ন হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একজন অপরাধী যখন বেকসুর খালাস পায় তখন সে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন যেমন আনন্দের, শিক্ষক হত্যা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথকে রুদ্ধ করার ইতিহাসও ঠিক তেমনই কষ্টের। প্রশাসনের সরাসরি মদদ পেয়ে এখানে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নাটক, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চর্চার পথও রুদ্ধ করে রেখেছে জামায়াত-শিবির চক্র।

জামাত-বিএনপি জোট সরকারের গত পাঁচ বছরে নিয়োগ বাণিজ্য, দলীয়করণ, নোংরা ছাত্র রাজনীতি আর কতিপয় শিক্ষকের নৈতিক স্খলনের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশেই ক্ষুণ্ন হয়েছে। বর্তমানে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় না থাকলেও তাদের সময়কার অপকর্ম, বিশ্ববিদ্যালয় এক্ট লংঘনসহ ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির বিচার হয়নি। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জামায়াত-শিবির তোষণ আর হত্যা-খুন-দুর্নীতিসহ নানা অপকর্মের ভারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি আজ প্রশ্নের সম্মুখীন।

রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষা-দীক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলেজ। কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পরই রাজশাহী কলেজের স্থান ধরা হতো। সে সময় এই কলেজে আইন বিভাগসহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস চালু করা হয়েছে। কিন্তু এর কিছুদিন পরই বন্ধ হয়ে যায় এসব কার্যক্রম। সে সময়ই রাজশাহীতে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার দেশের সব কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। রাজশাহীতে এ সময় স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। আর এ আন্দোলনে শক্ত হাতে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন এমএলএ ও প্রখ্যাত আইনজীবী মাদার বখশ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জোরেশোরে উঠতে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের কিছুদিন আগ থেকেই। ১৯৫০ সালের ১৫ নভেম্বর রাজশাহীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ৬৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর ঈদগাহ ময়দানে আরও একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৎকালীন এমএলএ ও প্রখ্যাত আইনজীবী মাদার বখশ রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করা হলে উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ দাবি করার হুমকি দিলে টনক নড়ে সরকারের। আন্দোলন-সংগ্রামের পর প্রাদেশিক আইনসভায় মাদার বখশ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করেন। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভায় সেটি পাস হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৪ সাল থেকে।

ভবন ও অবকাঠামো না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হতো রাজশাহী কলেজে। পরে ১৯৬১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয় বর্তমান ক্যাম্পাসে। বর্তমানে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭টি বিভাগে পড়াশোনা করছে। এখানে রয়েছে দেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা); রয়েছে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ড. শামসুজ্জোহার মাজার। পদ্মা নদীর প্রায় কোলঘেঁষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই ক্যাম্পাসটি গড়ে উঠেছে অস্ট্রেলিয়ান স্থপতি ড. সোয়ানি টমাসের স্থাপত্য পরিকল্পনায়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঐতিহ্যের এই সবুজ ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বের পদচারণায় [illegible]